44

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ২/৯/৯৭ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২

02

সন্ত্রাসের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে শিক্ষাঙ্গনে শান্তি আসবে না

— বিচারপতি চৌধুরী

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

বিচারপতি জনাব আবদুর রহমান চৌধুরী বলেছেন, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের জন্য আজ কারা দায়ী তা, নতুন করে ব্যাখ্যা করার অবকাশ নেই। এর জন্য কেবল ছাত্রদের দায়ী করলেই সমস্যার সমাধান হবে না।

দেশে এখন দ্বৈতশাসন চলছে। বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ নিজেই বলেছেন 'আমার সরকার'। আমি তাকে প্রশ্ন রাখতে চাই, তিনি এখন দেশের প্রেসিডেন্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলর। তার সময়ে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ। কেন বন্ধ, কেন আজ শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস এই প্রশ্নও আমি তাকে করতে চাই। বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী গতকাল পাবলিক লাইব্রেরীর মিলনায়তনে তমদ্দুন মজলিসের ৪৪তম

শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

বিচারপতি রহমান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় বক্তব্য আরো রাখেন, মজলিসের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আবদুল গফুর, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অধ্যাপক ডঃ শমসের আলী, জনাব সানা উল্লাহ নূরী, অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম প্রমুখ। জনাব চৌধুরী বলেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও শিক্ষা সচিব এই দুই ব্যক্তিকে সরানো হলে শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস অনেকাংশে কমে যাবে। শিক্ষামন্ত্রী ও চ্যান্সেলর সাহেবের কাছে আমার প্রশ্ন এরশাদ ও কাজী জাফরের অন্যতম সহযোগী বর্তমান শিক্ষা সচিব কি করে এখনো রয়েছেন?

বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী সন্ত্রাসর জন্য রাজনীতির সাথে সরাসরি জড়িত কোন কোন শিক্ষককেও দায়ী করেন। তিনি বলেন, যেসব ব্যক্তি সন্ত্রসের সাথে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে সমস্যার সমাধান সমভব নয়।

বিশিষ্ট দার্শনিক অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেন, আমরা ইসলাম চাই। ইসলামী রাষ্ট্র চাই। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত জগতে শান্তি আসবে না। প্রকৃত মুসলমান হওয়া মানেই প্রকৃত মানুষ হওয়া। মজলিসের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আবদুল গফুর বলেন, তমদ্দুন মজলিস একটি আদর্শবাদী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। আল্লাহ্‌র রাজত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষের অধিকার ও কল্যাণ কায়েমই আমাদের লক্ষ্য।

জাতীয় চেতনা কেন্দ্র

গতকাল জাতীয় চেতনা কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন যে, ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের জনক প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম তমদ্দুন মজলিস প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলনের সূচনা করেন। তমদ্দুন মজলিসের প্রথম রাষ্ট্রভাষা, সংগ্রাম পরিষদ গঠন, এ পরিষদ সম্প্রসারণ ও সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠনের মধ্য দিয়ে তা পাকিস্তান উত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলনে রূপলাভ করে এবং এর পথ ধরেই আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন বিকাশ লাভ করে। তাই ১৯৪৭-এর ১ সেপ্টেম্বর আমাদের ভাষা আন্দোলন তথা স্বাধিকার ও স্বাধীনতা অন্দোলনের বীজ বপন দিবস। প্রবীণ শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ফেরদাউস খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠি এ সভায় ভাষা সৈনিক, বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ডঃ নূরুল হক ভুঁইয়া, মাহমুদ বিন কাশেম, মোঃ সাদেক প্রমুখ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। সভায় বক্তারা বলেন, ১৯৪৮ সালে শেখ মজিবুর রহমান তমদ্দুন মজলিসের সংস্পর্শে ভাষা আন্দোলনে শরীক হয়ে বাংলা ভাষা ও তৎকালীন পূর্ব বাংলার বাঙ্গালীদের অধিকারের ব্যাপারে যে চেতনা লাভ করেন সেই চেতনা তার জীবরে শেষ পর্যন্ত অম্লান ছিল এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের চেতনা এভাবেই আবর্তিত হয়।